সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মটর চাষ

রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

অরুন্ধতিনগর

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মটর চাষ

উৎপত্তি ঃ- মটর 'লেগুমিনোসি' পরিবারভুক্ত শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ। উৎপত্তিস্থল মধ্য বা পশ্চিম এশিয়া, কারো কারো মতে উত্তর আফ্রিকায়।

মটর মূলত ঃ ডাল হিসাবেই খাওয়া হয়। তবে কাঁচা অবস্থায় বা তরকারী হিসাবে মটরের কচি সবুজ দানা এবং শাকসব্জী হিসাবে নরম কচি গাছের অংশ এবং অপক্ক শুঁটিও খাওয়া যায়।

প্রকার ঃ- সাধারণভাবে মটরের দুই প্রকার গাছ হয় -১) কাঁচা শুঁটির জন্য বাগানের মটর। অন্যটি ২) ডালের জন্য ক্ষেতের মটর।

সময় ঃ- বাগানের মটর (হর্টেন্স) ৯০-১০০ দিন পর ফসল তোলা যায় এবং ক্ষেতের মটর (আর্ভেন্স) প্রায় ১২৫-১৩০ দিন পর ফসল পাওয়া যায়।

খাদ্যগুণ ঃ- শুষ্ক মটর বীজে প্রায় ২২.৫ শতাংশ প্রোটিন, ১০.৬ শতাংশ জলীয় পদার্থ, ১ শতাংশ চর্বি, ৫৮.৫ শতাংশ শ্বেতসার, ৪.৪ শতাংশ আঁশ এবং ৩ শতাংশ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

আবহাওয়া ঃ- ত্রিপুরার রবিখন্দের ঠাণ্ডা আবহাওয়া, মটর চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল।

মাটি ঃ- মটর হাল্কা ধরণের মাটি পছন্দ করে। জল নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দোঁয়াশ মাটি চাষের জন্য বিশেষ উপযুক্ত তবে এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতেও ভালভাবেই চাষ করা যায়। মৃদু অম্ল বা নিরপেক্ষ (৬ থেকে ৭.৫ পি.এইচ) মাটি মটর চাষের জন্য ভাল।

বোনার সময় ঃ- অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের প্রথম পক্ষকাল পর্যন্ত বোনা যায়। তবে ত্রিপুরায় রবি ফসলের চাষ প্রধাণতঃ সেচ নির্ভর। সেচযুক্ত জমি সীমিত হওয়ায় চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না। এমতাবস্থায় ডাল চাষের জন্য যে সব জমি বেছে নেওয়া হয় তাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেচ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু গাছের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মাটির প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকা অত্যন্ত দরকার। তার জন্য প্রয়োজনে হাল্কাভাবে হলেও জলসেচ দিতে হয় নতুবা ফলন যথেষ্ট কমে যেতে পারে। এই অসুবিধাটুকু কাটিয়ে উঠা সম্ভব যদি মটর বপনের সময় কিছুটা এগিয়ে এনে কার্ত্তিকের প্রথম পক্ষকালের বা ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে বপন শেষ করা যায়। এর ফলে বিনা সেচেও ভাল ফসল পাওয়া যেতে পারে।

বীজের পরিমাণ ঃ- কানি প্রতি ১২ কেজি।

বপন পদ্ধতি ঃ- সারিতে বপন।

দূরত্ব ঃ- সারি থেকে সারি ৩০ সেঃ মিঃ। সারিতে গাছ থেকে গাছ ১০-১৫ সেঃ মিঃ।

উপযুক্ত জাত ঃ- *বাগানের মটর ঃ-* বোনেভিল, আরকেল। *ক্ষেতের বা ডালের মটর ঃ-* টি-১৬৩, রচনা, আরকেল বা রাজ্য কৃষি দপ্তর থেকে প্রদত্ত যে কোন জাত চাষ করতে পারেন। যথা ঃ- এইচ ইউ ডি পি -১৫, আই পি এফ ডি -১- ১০, টি আর সি পি - ৮/৯

ইত্যাদি।

জমি তৈরী ঃ- ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করা দরকার।

সার প্রয়োগ ঃ- শিম্বী জাতীয় ফসল হওয়াতে সব সার বীজ বপনের আগেই জমিতে প্রয়োগ করা উচিত।

বীজ বপনের আগে, চাষের সময়ই কাণি প্রতি সার দিতে হবে ঃ-

গোবর বা আবর্জনা পচা সার -১৬০০ কেজি
ইউরিয়া - ৪.৩০০ কেজি
সুপার ফসফেট - ৪০ কেজি
মিউরিয়েট অব পটাশ - ৬ কেজি

রাসায়নিক সার শেষ চাষের আগে জমিতে প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

জীবানু সার ঃ- মটর চাষে বেশী ফলন পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রজাতির 'রাইজোবিয়াম' জীবানু সার ব্যবহার করা উচিত। এই জীবাণু সার বীজের গায়ে মাখিয়ে বা জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে কোনভাবেই রাসায়নিক সারের সাথে বা সংস্পর্শে রাখা চলবে না।

বীজের সাথে মিশিয়ে বপন করার ক্ষেত্রে ৪/৫ কেজি বীজ জলে ভিজিয়ে নিয়ে ১০০ গ্রাম জীবানু সার বীজের গায়ে ভাল ভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এরপর ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে দেরি না করে জমিতে বপন করা উচিত।

বীজ বপন করতে হবে সূর্য়োদয়ের আগে কিংবা সূর্যাস্তের পরে

বীজ পরিশোধন ঃ- বীজ বোনার ৪/৫ দিন আগে প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম পরিমাণ 'থীরাম' বা ৩ গ্রাম পরিমাণ ডায়থেন এম-৪৫ দিয়ে পরিশোধন করা যেতে পারে।

পরবর্তী পরিচর্য্যা ঃ- জমিতে যাতে জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে আগাছা জন্মালে ১/২ বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি আলগা কবে দিলে ফসল ভাল পাওয়া যায়।

সেচ ঃ- মটরের আয়ুষ্কালের সর্ব্বমোট প্রায় ৩/৪ বার -এর মত জল সেচের দরকার হয়। জমির আর্দ্রতা বুঝে সম্ভাব্য স্থলে, বীজ বোনার অর্থাৎ জমি তৈরীর আগে একবার, ২৮-৩০ দিনের মাথায় একবার এবং ফুল আসার মুখে আরেকবার সেচ দিলে ফসল অনেক বেশী পাওয়া যায়। বীজ বোনার আগে, ৬-৮ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিয়ে বুনলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদগম হয়।

ফসল সংগ্রহ ঃ- সব্জী হিসাবে, কাঁচা শুঁটি প্রায় ৬৫-৭০ দিন থেকেই সংগ্রহ করা যায়। ডাল হিসাবে সাধারণতঃ গাছ হলুদ হয়ে গেলেই ফসল তোলা হয়। সম্পূর্ণভাবে পাকার আগেই ফসল তোলা দরকার নয়ত শুঁটি ফেটে বীজ ঝড়ে পড়তে পারে।

ফসল সংগ্রহ ঃ- সব্জী হিসাবে, কাঁচা শুঁটি প্রায় ৬৫-৭০ দিন থেকেই সংগ্রহ করা যায়। ডাল হিসাবে সাধারণতঃ গাছ হলুদ হয়ে গেলেই ফসল তোলা হয়। সম্পূর্ণভাবে পাকার আগেই ফসল তোলা দরকার নয়ত শুঁটি ফেটে বীজ ঝড়ে পড়তে পারে।

ফলন ঃ- ন্যূনতম - কানি প্রতি ৩০০ কেজি পাওয়া সম্ভব। কাঁচা শুঁটি কানি প্রতি ৬০০ থেকে ৬৫০ কেজি (বিশেষ করে আরকেলের ক্ষেত্রে) পাওয়া যেতে পারে।

রোগ- পাউডারি মিলডিও ঃ- এই রোগের আক্রমণে পাতার দুদিকে আকর্ষে এবং শুঁটিতে এবং কাণ্ডে সাদা রং-এর গুড়ো পরে। গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ- "ওয়েটেবল সালফার" প্রয়োজনে ১৫ দিন অন্তর প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম পরিমাণ এই হারে মিশিয়ে সমস্ত গাছে ভালভাবে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গাছে-ফুল ফল আসার সময়ই এ রোগের আক্রমণ বেশী লক্ষ্য করা যায়।

উইল্ট এবং গোড়া পচা রোগ ঃ- গাছে প্রথম ফল আসার সময় এই রোগের আক্রমণে গাছের গোড়ার পাতা ঝড়ে পড়তে শুরু করে এবং পরবর্ত্তী পর্যায়ে গাছ মরে যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ- (ক) এই রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণই ভাল। বপনের আগে বীজ অবশ্যই পরিশোধন করে নিতে হবে। এ রোগের প্রতিরোধে প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম পরিমাণ "থীরাম" দিয়ে পরিশোধন করা যেতে পারে।

(খ) শস্য পর্যায় পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

পোকা ঃ- ঘোড়া পোকা ঃ- এই পোকার আক্রমণের প্রতিকার হিসাবে প্রয়োজনে কানি প্রতি ৮০ লিটার জলে ১৫০ মিঃলিঃ পরিমাণ মেলাথিয়ন (৫০ ই.সি.) অথবা ফ্লুবেনডিয়ামাইড ১মিলি/৪ লিঃ জলে এই হারে মিশিয়ে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে। ঔষধ প্রয়োগের ১০ দিনের মধ্যে গাছের কোন অংশ খাওয়ার জন্য ব্যবহার করবেন না।

কারিগরী প্রকাশনা নং ২ **২০১৬**

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (SARS) অরুন্ধতীনগর, আগরতলা। দূরভাষ - ০৩৮১-২৩৭০২৪৯

প্রকাশক ঃ কৃষি তথ্য শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার

মুদ্রণে ঃ এশ্‌মিনা প্রিন্টার্স, আগরতলা।